

#1

Honeymoon In Darjeeling

Part - 1



Amarzosh

দার্জিলিং

উত্তর ভারতের অন্যতম সুন্দর
একটি জায়গা।

অবশেষে সেলিমের দত্তক নেওয়ার
কাগজপত্র চলে এসেছে, আর এই
আনন্দের মুহূর্তটি উদযাপন করতে
প্রীথা দার্জিলিংয়ে ছুটির পরিকল্পনা
করল।

মা, দেখো... টয় ট্রেন!

ওরা এতটাই আনন্দিত ছিল
যে, মনে হচ্ছিল পুরো
পৃথিবীটাই যেন ওদের হাতের
মুঠোয়।

আরে দ্যাখো, উফ্ফ...
কী দারুণ ঠান্ডা!

মা, আমি তো তোমাকে অন্তত শালটা জড়িয়ে
নিত বলেছিলাম। আর পাহাড়ে আবার কেউ
শাড়ি পরে নাকি? একদম অবাস্তব!

চুপ করো তো,
আমার জ্ঞানপাপী
বাপ!

আর যদি ঠান্ডা লেগে
যায়?

আমার ঠান্ডা লাগবে
না, তোর মা অত
ভঙ্গুর নয়।

স্বাগতম, স্বাগতম মিসেস
মল্লিক!

উফ, হ্যাঁ... আমি
সত্যিই দুঃখিত...

মিসেস নয়, মিস ব্যানার্জি। আমার আর
আমার স্বামীর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে মি. পালিত,
যতদূর মনে পড়ে...

তার প্রয়োজন নেই। দয়া করে
আমাদের ঘরে নিয়ে চলুন...

আশা করি আমি যে ঘরটি চেয়েছিলাম
সেটিরই ব্যবস্থা করেছেন?

হ্যাঁ ম্যাডাম, পাহাড়ের
দিকের ঘরটিই।

২০১০ সালে আপনাদের হানিমুনের
জন্য মি. মল্লিক যে ডাবল বেড
ডিলাক্স রুমটি বুক করেছিলেন, এটি
ঠিক সেটাই! আমার তো তারিখটাও
মনে আছে!

অয়ন আর তার পরিবারের ওপর প্রীথার প্রতিশোধ ছিল এটাই। যে ঘরে ওরা মধুচন্দ্রিমা
কাটিয়েছিল, আগামী তিন দিন সেলিমকে নিয়ে সে ঠিক ওই ঘরেই থাকবে।

ও নিজের দ্বিতীয়
মধুচন্দ্রিমা
উদযাপন করবে
ঠিক সেই ঘরে, সেই
বিছানায়, যেখানে
একসময় ওদের
প্রেম উদ্দাম হয়ে
উঠেছিল।

আর এই খোকাবাবু? উনাকে তো
ঠিক চিনতে পারছি না...

এই হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে আপনি কি
নিজের সীমা লঙ্ঘন করছেন না, মি. পালিত?
সারাদিনের বেশি ভ্রমণ করে আমি কি এখানে
আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছি?

এ হলো সেলিম, আমার ছেলে;
আপনার কৌতূহল যদি মেটে।

আমি... আমি খুবই দুঃখিত মিসেস...
মানে... মিস ব্যানার্জি। আপনাকে বিরক্ত
করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

ও দত্তক নেওয়া। এখন
কি আপনার শান্তি
হয়েছে মিস্টার পালিত?

আ...আমি দুঃখিত মিস
ব্যানার্জি। আমি নাক গলাতে
চাইনি। আশা করি আমাদের
এখানে আপনার সময়টা ভালো
কাটবে।

মা, মানুষ যখন তোমাকে এমন অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে
তখন আমার একদম ভালো লাগে না। তোমাকে
আসলে আমার মা হওয়ার জন্য অনেক বেশি
তরুণ দেখায়।

হুমম... এটা কি
কোনো প্রশংসা ছিল
আমার ছোট
জাদুকর?

না, মানে...

আমিও তাই আশা করি, এখন দয়া
করে খেয়াল রাখবেন যেন আগামী
কয়েক ঘণ্টা আমাদের কেউ বিরত
না করে।

দীর্ঘ ভ্রমণের পর আমরা খুব ক্লান্ত,
আমাদের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

অবশ্যই
ম্যাম।

ওসব পাত্তা দিও না, আমার ছোট
সোনা। ও একটা আস্ত গাধা যে
অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়।
মাম্মি জানে ওদের সাথে কীভাবে
ডিল করতে হয়।

এখন এসো, গত ১৪ ঘণ্টা
ধরে আমি কাপড়
বদলাইনি, তুমি কি মাম্মির
গায়ের গন্ধ নিতে চাও না?

ওহ মা...!

এখন তারা পাখির মতো মুক্ত। তাদের
জমে থাকা ভালোবাসা এই স্বপ্নের
মতো ছুটিতে উপচে পড়ার অপেক্ষায়
ছিল যা প্রীথা তাদের জন্য পরিকল্পনা
করেছিল।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী
এবং সবেমাত্র কৈশোরে পা
দেওয়া এক কিশোরের মধ্যে
এক অপ্রচলিত, নিঃস্বার্থ
ভালোবাসা।

তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন
সামাজিক স্তরের ছিল।
একজন উচ্চবিত্ত
অভিজাত পরিবারের,
অন্যজন অনাথ ও
নিঃস্ব।

কিন্তু তাদের সাধারণ
ট্রাজেডিগুলো তাদের
কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল,
তৈরি করেছিল এক
অবর্ণনীয় বন্ধন।

প্রীথা আর সেলিম গত তিন সপ্তাহ
ধরে নিজেদের ধৈর্য পরীক্ষা
দিচ্ছিল। সেলিমের দত্তক নেওয়ার
কাগজপত্র ঠিক না হওয়া পর্যন্ত
প্রীথা সংযম বজায় রাখার সিদ্ধান্ত
নিয়েছিল।

একজন নারী ও এক কিশোরের মধ্যকার বন্ধন। এক
পালক মা ও ছেলের সম্পর্ক। কষ্ট, ক্ষতি, ভালোবাসা
আর শারীরিক ও মানসিক চাহিদার এক অটুট বন্ধন।

শুধু তোমার ভালোবাসা দাও
আমায়... সবটুকু। তোমার
ভালোবাসায় আমাকে ডুবিয়ে
দাও সোনা।*

দুনিয়া আমাদের নিয়ে কী
ভাবল তাতে আমার কিছু
যায় আসে না। তুমি
আমার.. চিরকাল শুধু
আমারই থাকবে...

আমি তোমার গায়ের গন্ধ
ভালোবাসি, তোমার স্বাদ
ভালোবাসি মাম্মি। তুমি
খুব সুন্দর। তুমি পৃথিবীর
সবচেয়ে সুন্দরী নারী...

হুমম... আমি জানি
আমি সুন্দর।

তোমার ভালোবাসাই আমাকে দিন
দিন আরও সুন্দর করে তুলছে।
সৌন্দর্যের জন্য ভালোবাসা
প্রয়োজন, প্রচুর ভালোবাসা।

বলে যাও... শুধু বলে যাও
মা। ওহ... তুমি কত উষ্ণ...

*ভারতীয়/বাঙালি
আদরের ডাক।